প্রথম আলো

6 JAN

সৃজনশীল শিক্ষকের প্রত্যাশা

শি ক্ষা

আবু রইস

গত নভেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধিভুক্ত 'সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রামে'র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো দিনব্যাপী একটি কর্মশালা। ওই কর্মশালায় যোগদানের সুযোগ হয়েছিল আমার। কর্মশালার বিষয় ছিল 'মাধ্যমিক শিক্ষা: মূল্যায়ন ও শিখন-শেখানো কার্যক্রমের বাস্তব অবস্থা এবং উত্তরণের উপায়'। কর্মশালার বিষয়টি ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও ব্যাপক, যা এক দিনের কর্মশালায় পরিপূর্ণরূপে ফুটিয়ে তোলা দুরূহ।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই স্বাগত বক্তব্য দিয়ে কর্মশালার বিভিন্ন বিষয়, যেমন মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রম, পাঠ্যপুস্তক, শিখন-শেখানো ব্যবস্থা এবং বোর্ড-পরীক্ষার ব্যবস্থাপনা, প্রশ্নপত্রের মান, উত্তরপত্র মূল্যায়ন ইত্যাদি বিষয়ে খোলা মনে মুক্ত আলোচনার আহ্বান জানালেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব কর্মশালায় অংশগ্রহণ ও মতামত প্রদানের জন্য উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি ছাড়াও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও প্রতিনিধিরা, এনসিটিবির চেয়ারম্যান ও প্রতিনিধিরা এবং বিভিন্ন বিভাগ থেকে আসা প্রতিনিধিত্বশীল শিক্ষকেরা।

মুক্ত আলোচনার সময় ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত, কিন্তু তার মধ্য দিয়েও উঠে আসে ব্যাপক পর্যবেক্ষণ ও মতামত। ওই পর্যবেক্ষণ ও মতামত পরবর্তী সময়ে চারটি গ্রুপে উপস্থাপন করা হয় এবং এর আলোকে বক্তব্য প্রদানের আহ্বান জানানো হয় এনসিটিবি ও শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানদ্বয়কে। চেয়ারম্যানদ্বয় তাঁদের বিশদ বক্তব্যে উল্লিখিত পর্যবেক্ষণ ও মতামতের মধ্যে ব্যর্থতার দায়ভার চাপিয়ে দেন মূলত শিক্ষকদের ওপর। তাঁদের বক্তব্যের মূল সুর: পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন শিক্ষক, পাঠদান করেন শিক্ষক, বোর্ডে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, পরিশোধন, উত্তরপত্র পরীক্ষণ, নিরীক্ষণ সবই করেন শিক্ষকেরা। অতএব দায় মূলত শিক্ষকদেরই।

শিক্ষকমণ্ডলীর যে দায় রয়েছে, এ বিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা সংশয় নেই। তা ছাড়া এসব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে আমাদের অনেক শিক্ষকেরই রয়েছে অযোগ্যতা, অদক্ষতা, অনীহা, অবহেলা ও অসহযোগ মানলাম। কিন্তু নীতিনির্ধারণে ও ব্যবস্থাপনার সব পর্যায়ে যে চাবিকাঠি থাকে এনসিটিবি এবং বোর্ড কর্তৃপক্ষের হাতেই, সেটি তারা সঠিকভাবে সংরক্ষণ ও বাস্তবায়ন করে কি? এসব দায়িত্ব প্রদানের সব ক্ষেত্রে সঠিক ও যোগ্য ব্যক্তিকে কি তালাশ করা হয়? নাকি স্বজনপ্রীতি, গোষ্ঠীপ্রীতি, স্বার্থপ্রীতি ইত্যাদি বিবেচনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব দায়িত্ব বণ্টন করা হয়? এ দিকটিও ভেবে দেখা ও কঠোরভাবে পর্যবেক্ষণ করার প্রয়োজন রয়েছে।

কিন্তু তারপরও সৎ, যোগ্য ও যথার্থ শিক্ষক যে আজ সময়ের দাবি, এ ব্যাপারে কোনো মহলেরই কোনো দ্বিমত নেই। একদা শিক্ষক ছিলেন জাতির বিবেক, সমাজের দর্পণ; আজ সেই শিক্ষক সমাজেরই নানা কর্মকাণ্ড নিয়ে জাতি দ্বিধাগ্রস্ত, লজ্জিত, সংকুচিত। কিন্তু এ দায় কি সব শিক্ষকের, নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু তবু কার্যত সব শিক্ষকের কাঁধেই দায়টি এসে যায়।

সংগতভাবেই এখানে আরেকটি প্রশ্ন আসে যে কতিপয় শিক্ষক যে ধরনের অপকর্ম ও অপরাধের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন, গোটা সমাজে তা কি কেবল শিক্ষকেরাই করছেন, নাকি অন্য পেশার মানুষও করছে। উত্তরে নিঃসন্দেহে বলা যায়, অন্য পেশাধারীরা হয়তো বেশিই করছে, কিন্তু সেটি সেভাবে কারও চোখে পড়ছে না বা আমলে আসছে না। শিক্ষকদের অপকর্মের বিষয়টি এত ব্যাপক আলোড়িত হয় এ জন্য যে এ পেশার সঙ্গে যুক্ত আমাদের ভবিষ্যৎ সমাজ, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম।

এখন প্রশ্ন হলো, যে সৎ, যোগ্য ও যথার্থ শিক্ষকের কথা আমরা বলছি, তা পুনর্গঠনে ও বাস্তবায়নে আমরা কতটা আন্তরিক?

সুস্পষ্টভাবে বলা যায় যে এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহলে আমাদের আন্তরিকতায় রয়েছে যথেষ্ট অভাব। আমাদের শিক্ষাক্ষেত্র যেমন বিভিন্ন বর্ণের, তেমনি আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও হয়েছে বিভিন্ন ধরনের। সরকারি, আধা সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, ব্যক্তিগত ইত্যাদি। আর এসব প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষক নিয়োগ চলছে স্বজনপ্রীতি, দলপ্রীতি, স্বার্থপ্রীতি, দুর্নীতি। ফলে যা হওয়ার, হচ্ছে তা-ই। নিচ পর্যায়ের কথা বাদই দিলাম, দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্যন্ত অযৌক্তিকভাবে নতুন বিভাগ খোলা হচ্ছে দলীয় শিক্ষক নিয়োগদানের জন্য। এই যদি হয় বাস্তব অবস্থা, তাহলে আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত, যোগ্য, দক্ষ ও সৃজনশীল শিক্ষক আসবে কীভাবে?

> বিশেষ স্বীকৃতির মাধ্যমে পেশাগত মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়ন করা হয়, তাহলে এ পেশার প্রতি বর্তমান প্রজন্মের বিরূপ মনোভাব ধীরে ধীরে পাল্টে যাবে বলেই আমাদের বিশ্বাস

এবারে তলিয়ে দেখা যেতে পারে বর্তমানে শিক্ষকতা পেশায় কারা আসছেন। সঠিক অনুসন্ধান ও পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে, বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষকদের মধ্যে এক বিরাট অংশ আছেন, যাঁরা শিক্ষকতায় এসেছেন দায়ে পড়ে, তাঁর কাঙ্ক্ষিত পেশায় যেতে না পেরে। একাডেমিক ফলাফল ও অন্যান্য সৃজনশীল যোগ্যতার কারণে আমরা যেসব ছাত্রকে শিক্ষকতা পেশায় কাঙ্ক্ষিত বিবেচনা করি, তাঁদের অধিকাংশই দেখা যায় এ পেশায় আসতে চান না। কারণ, তাঁরা মনে করেন, এ পেশায় অর্থ, ক্ষমতা নেই এবং একদা যে সম্মান ও মর্যাদা ছিল, আজ তা-ও ভূলুণ্ঠিত।

বর্তমান প্রজন্মের এই মনোভাবের যথার্থতা ও বাস্তবতা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে, কিন্তু সত্যতা অস্বীকার করার উপায় নেই। এবার পে-স্কেল বাস্তবায়নকালেও আমরা দেখলাম, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজশিক্ষকদের এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের গ্রেড নির্ধারণের ক্ষেত্রে সম্মান ও মর্যাদার অবনমন ও উত্তরণ নিয়ে নানা বিতর্ক ও দাবিদাওয়া। সরকার শেষ পর্যন্ত আন্দোলনের হুমকিতে বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষকদের দাবি মেনে নিল। কিন্তু কলেজশিক্ষকদের বঞ্চনা ও চাপা অসন্তোষ রয়েই গেল।

এ ছাড়া বৃহত্তর শিক্ষক সমাজের মধ্যে একটি চাপা অসন্তোষ এখনো বিদ্যমান। কারণ, এই সরকার গত পর্বে ক্ষমতায় আসার পর বর্তমান শিক্ষামন্ত্রীই ঘোষণা দিয়েছিলেন, শিক্ষকদের জন্য আলাদা বেতনকাঠামো হবে। কিন্তু আজ আট বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে, ইতিমধ্যে পে-স্কেলও বাস্তবায়ন হয়েছে, কিন্তু শিক্ষকদের আলাদা বেতনকাঠামো হয়নি।

নীতিনির্ধারক মহল থেকে বলা হয়ে থাকে, শিক্ষকদের আলাদা বেতনকাঠামো করা হলে অন্যান্য ক্ষেত্রে পেশাজীবীরা অসন্তুষ্ট হবেন। কিন্তু অন্য পেশাজীবীরা যে সপ্তাহে দুদিন ছুটি ভোগ করছেন, শিক্ষকেরা এক দিন, কিন্তু তারপরও শিক্ষকেরা তো তাতে আপত্তি বা অসন্তোষ প্রকাশ করেননি। সরকার যত দিন শিক্ষকদের আলাদা বেতনকাঠামো বাস্তবায়ন করতে না পারে, তত দিন তো তাঁদের বছরে এই ৫২ দিন অতিরিক্ত কাজের পারিশ্রমিক প্রদান করতে পারে। তাতেও অন্তত শিক্ষকেরা প্রায় দুটি অতিরিক্ত বোনাসের সমান প্রাপ্য হবেন। আর এ ক্ষেত্রে অন্য পেশাজীবীদেরও কিছু বলার থাকবে না। কারণ, এটি তাঁদের অতিরিক্ত পরিশ্রমেরই পারিশ্রমিক।

এভাবে পর্যায়ক্রমে যদি অর্থনৈতিকভাবে শিক্ষকতা পেশাকে আকর্ষণীয় করা হয়, রাষ্ট্রীয়ভাবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যদি শিক্ষকদের আলাদা মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা, বিশেষ স্বীকৃতির মাধ্যমে পেশাগত মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়ন করা হয়, তাহলে এ পেশার প্রতি বর্তমান প্রজন্মের বিরূপ মনোভাব ধীরে ধীরে পাল্টে যাবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। আর তখনই আমরা পাব আমাদের কাঙ্ক্ষিত, যোগ্য, দক্ষ ও সৃজনশীল শিক্ষক।

● আবু রইস: অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক।